জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

বিপন্ন অবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি বিষয় যা সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো এবং সর্বোপরি আমাদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবলম্বনের সকল ক্ষেত্রেই জলবায়ুর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ভিন্নতা উন্নয়নের সকল খাতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, অতিরিক্ত লবণাক্ততা উপকূল এলাকার কৃষি, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি অতিরিক্ত খরা কৃষি, মৎস্য ও জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবস্থা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। যেমন নদীর পানির স্বল্পতার জন্য গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প কৃষকের প্রয়োজনের সময় চাহিদা মত সেচ সুবিধা দিতে পারছে না। ফলে এই এলাকার কৃষি খাতের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বাংলাদেশের মত অধিক জলবায়ু সংবেদনশীল দেশগুলোর পক্ষে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে।

ঝুঁকি

- দরিদ্র ও অধিক জনবহুল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের কৃষি তথা খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য গৃহিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দারুণ সংকটে পড়বে।
- অতিমাত্রায় বন্যার প্রকোপ দেখা দিলে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ করে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
- লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় এলাকায় গৃহিত কৃষি মৎস্য ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার ফলে বাংলাদেশের ১৫ ভাগ উপকূলীয় এলাকা সাগরের পানিতে ডুবে যাবে বলে ধারণা করা হয়। ফলে ঐ সকল এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিফলে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- পানি স্বল্পতার জন্য জলাভূমি সম্পদ উন্নয়নে গৃহিত সকল কর্মকাণ্ডের সুফল প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হবে।
- সুন্দরবনসহ উপকূল এলাকায় সৃষ্ট সকল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ সংক্রান্ত সকল বিনিয়োগ ব্যর্থ হবে।
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে লোনা পানির চিংড়ি চাষের বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যেমন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এরকম অঞ্চল, সাগরের পানিতে তলিয়ে যাবে এরকম অঞ্চল, খরাক্রান্ত বা বন্যাকবলিত হবে এমন অঞ্চল ইত্যাদি।

- প্লাবিত বা জলোচ্ছ্বাস এর হাত থেকে রক্ষা পেতে উপকূলীয় রক্ষা বাঁধের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও এলাইনমেন্ট পুন:নির্ধারণ করতে হবে। ভবিষ্যতে জলোচ্ছ্বাস বা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বিবেচনায় এনে বাঁধের উচ্চতা পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

- লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ করে সে মতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন, লবণাক্ত সহিষ্ণু নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (বিশেষ ধরনের বালি, পাথরের খোয়া, লবণ সহিষ্ণু গাছের খুটি ইত্যাদি)।

- কৃষি খাতের উন্নয়নের ক্ষতি এড়ানোর জন্য বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি সহিষ্ণু ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। আগাম বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ডুবন্ত বাঁধের পাশাপাশি আগাম আহরণ করা যায় এরকম ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

- শিক্ষা খাতের ক্ষতি এড়ানোর জন্য খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি বিবেচনায় এনে স্কুলের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। উপকূল এলাকায় প্রতিটি স্কুল সাইক্লোন সেল্টারের আদলে তৈরি করা যেতে পারে।

- বন্যাকবলিত এলাকার জন্য সকল অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে বন্যার পানির স্রোত ও উচ্চতা বিবেচনায় এনে পরিকল্পনা করতে হবে।

- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করার পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।

- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জলবায়ু সহিষ্ণু হতে পারে এরকম নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
UNDP Bangladesh
DFID Department for International Development
CDMP
Climate Change Cell
CNRS